জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৪ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৬৫ ইংরাজী 30th July. 1958 | ১১শ সংখ্যা

৮ই শ্রাবণ ১৮৮০ শকাব্দ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬৫ সাল।

ভয় নাই !

—০—

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীডি, কে মেনন গত শনিবার কলিকাতায় তাঁহার দৃপ্ত ঘোষণায় বলিয়াছেন —ভারতের সার্ব্বভৌমত্ব লঙ্ঘন বরদাস্ত করা হইবে না। ভারতের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপের বিরুদ্ধে সকলকে সতর্ক বাণী শুনাইয়া দিয়াছেন—

শ্রী ডি. কে, কৃষ্ণমেনন গত শনিবার কলিকাতায় আসিয়া পৌছেন। কলিকাতা হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী ইছাপুরে অর্ডন্যান্স কর্ম্মীদের এক সভায় বক্তৃতাকালে শ্রীকৃষ্ণ মেনন বলেন, "আমরা অন্য কোন জাতির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিব না এবং আমাদের ব্যাপারেও কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিব না।" তিনি বলেন "আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, আমাদের জাতীয় মর্য্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রতিটি নরনারী সাড়া দিবেন।" প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, ভারত তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমাংশে নয় হাজার মাইল সীমান্ত বরাবর তাহার প্রতিবেশীদের সহিত শান্তি-পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিতে চাহে। কিন্তু সীমান্ত লঙ্ঘিত হইলে দেশকে রক্ষা করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। ভারতের নিকট প্রতিবেশীর কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মেনন বলেন, আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীর সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করা আমাদের একান্ত কামনা। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, তাহা সম্ভব হয় নাই। ইহা আমাদের দোষ হইতে পারে।

তিনি বলেন, কোরিয়া ও ইন্দোচীনের ন্যায় শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্য ব্যতীত পররাষ্ট্রে সৈন্য প্রেরণ করা ভারত সরকারের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু দেশের সার্ব্বভৌমত্ব লঙ্ঘন সহ্য করা যাইতে পারে না। সেজন্য তাঁহাদের খুব সজাগ থাকিতে হইয়াছে। তিনি বলেন, দেশরক্ষার জন্য গত কয়েক বৎসরে দেশকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কাশীপুরের গান এণ্ড সেল ফ্যাক্টরী পরিদর্শন করেন এবং শ্রমিক কমিটীর সদস্য এবং অফিসারদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীপার্থসারথী শ্রীমেননকে কারখানাটি ঘুরাইয়া দেখান। কারখানায় প্রায় ৪,০০০ শ্রমিককে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীমেনন বলেন যে, এই কারখানাটি মাতৃভূমি রক্ষা কার্য্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ। সৈনিকদের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করিতে হইবে, এইরূপ যুদ্ধাস্ত্র তৈয়ারী করা অর্ডনান্স কারখানার শ্রমিকদের কর্ম্মদক্ষতার উপর নির্ভর করে।

শ্রমিকগণ আজ যে কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন সেজন্য তাঁহাদের গর্ব্ববোধ করা উচিত। গত ৫।১০ মাসে দেশীয় উপাদানে তৈয়ারী বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্য দেখিয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, প্রতিরক্ষা কার্য্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করা শ্রমিকদের কর্ম্মোদ্যোগের উপরই অধিক নির্ভরশীল। সকল দেশেই শ্রমিকগণ সামরিক বাহিনীকে নূতন নূতন যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করিবার জন্য নূতন কিছু উদ্ভাবন করিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। শ্রীমেনন আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, আক্রমণের জন্য এই বাহিনী গঠন করা হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের কোন জাহাজ, বিমান বা সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পররাজ্যে প্রবেশ করে নাই। তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেন, আমাদের দেশের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করার নির্বুদ্ধিতা যদি কাহারও হয় আমরা আমাদের সীমান্ত অবশ্যই রক্ষা করিব।

শ্রীকৃষ্ণমেনন কারখানার বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়া দেখেন এবং প্রতিরক্ষাকার্য্যের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জ্জনে গত কয়েক মাস ধরিয়া যে চেষ্টা চলিয়াছে তাহার ফল সম্বন্ধে পরে তিনি অর্ডন্যান্স কারখানার ডিরেক্টার জেনারেলের অফিসার ও কর্ম্মচারীদের নিকট সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, অধিকর্ত্তার অফিস হইল কারখানার স্নায়ুকেন্দ্র। তিনি বলেন, স্বাধীন দেশ হিসাবে ভারতবর্ষকে প্রতিরক্ষা সংগ্রামের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জ্জন করিতেই হইবে। কারণ কোন দেশ এ বিষয়ে পরনির্ভরশীল হইয়া স্বাধীন থাকিতে পারে না। স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জ্জন অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। এই মনোভাবকেই প্রথমে দূর করিতে হইবে। সশস্ত্র বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র উৎপাদনে গত কয় মাস ধরিয়া যে চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাতে তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ভরসাই বা কোথা!

যেদিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমেনন ইছাপুরে উপরোক্ত ভাষণ দেন সেইদিনই খবর বাহির হইল—

মালদহ সীমান্তে সশস্ত্র পাক পুলিশের হানা

১৬৬টি গবাদি পশুসহ একজন গোয়ালাকে হরণ

কলিকাতা, ২৬শে জুলাই :—আজ এখানে প্রাপ্ত এক সংবাদ প্রকাশ, গতকাল মালদহ জেলায় ৫।৬ জন পাকিস্তানী সশস্ত্র পুলিস ভারতীয় সীমান্ত হইতে একজন গোয়ালা ও ১৬৬টি গবাদি পশুকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তানী পুলিসেরা প্রায় দুইশত সশস্ত্র পাক নাগরিকের সহায়তায় গোচারণরত গোয়ালাদের উপর ঝাপাইয়া পড়ে এবং তাহাদের পাক সীমান্তের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে থাকে। গোয়ালারা ইহার প্রতিবাদ করিলে হানাদারেরা তাহাদের একজনকে বেয়নেটের খোচা মারে এবং হরণ করিয়া লইয়া যায়। মালদহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পাকিস্তানের নিকট ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

মদনপুর চা বাগানের একাংশ এখনও পাক্ অধিকারে

করিমগঞ্জ (আসাম), ২৬শে জুলাই :—এখান হইতে প্রায় বার মাইল দূরবর্ত্তী ভারতীয় এলাকায় অবস্থিত মদনপুর চা বাগানের নিকটস্থ করিমগঞ্জ

সীমান্ত হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, পাকিস্তানী সশস্ত্রবাহিনী বর্ত্তমান সপ্তাহের প্রথম দিকে পুনরায় ভারতীয় এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করে এবং মদনপুরের নিকট রামপুর-কাশীপুঞ্জিতে একটি পরিখা খনন করে। পাকিস্তানী সৈন্যরা বর্ত্তমান বৎসরের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয়বার গুলী-বর্ষণের সময় এই অঞ্চলে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু পরে তাহারা চলিয়া যায়। উক্ত সংবাদে বলা হয়, মদনপুর চা-বাগানের একটি অংশ পাকিস্তান এখনও বে-আইনীভাবে দখল করিয়া রহিয়াছে।

দিনেকের তরে

ভারতের প্রধান মন্ত্রী কলিকাতা আগমন করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্যলাভে ধন্য হইয়াছেন, তাঁদের "দর্শনে সফলং নেত্রং বচসা শ্রুতিযুগলঃ" হইবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে। লোকে তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে কতই গাহিয়াছিল। কিন্তু ব্যাপারে দেখা গেল তার বিপরীত। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসাধিপতির আধিপত্যে বাদ সাধিতে তাঁর শুভাগমন বলিয়া লোকে ঢাক বাজাইয়া পর দুঃখে সুখ অনুভবের আশা করিয়াছিল। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া যশোগান করিয়া গিয়াছেন। তবুও এখনও লোক হতাশ হয় নাই। আশা করিতেছে আগামী ২৪শে আগষ্ট ভবানীপুরের উপ-নির্ব্বাচন হইতে দাও, তারপর দেখিও কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

২৪শে আগষ্ট

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ উন্মুখ হয়ে আছে শ্রীসিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায় বনাম কংগ্রেসের নির্বাচনী লড়াই-এর জন্য। ২৪শে আগষ্ট ভোট গ্রহণের তারিখ ঘোষিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে সুরু করেছে। শ্রীঅতুল্য ঘোষের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের উপর থাকবে না যাবে তা নির্ভর করছে এই উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসের হার-জিতের উপর। কংগ্রেসের হার মানে শ্রীঅতুল্য ঘোষকে বিদায় নিতে হবে। কংগ্রেস জয়ী হ'লে অতুল্যবাবুর প্রভাব বহুকালের মতোই পাকাপোক্তা থাকবে। সম্প্রতি শ্রী ঘোষ দিল্লীতে গিয়ে নাকি কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডকে আশার বাণী শুনিয়েছেন: তাঁরা জিতবেনই। এদিকে ভোটার তালিকায় রহস্যজনকভাবে ১২০০ ভোটদাতার নাম বাদ পড়ে গেছে। ব্যাপারটায় কংগ্রেস সরকারের কারচুপি আছে অভিযোগ করা হয়েছে। বিধান সভায় এবং পরিষদে ব্যাপারটা যথেষ্ট হৈ চৈও হয়ে গেল। ডাঃ রায় সব অভিযোগ সাফ অস্বীকার করে বলেছেন ওটা নির্বাচন কমিশনের এলাকা। ওসব সম্পর্কে কথাবলার এক্তিয়ার ডাঃ রায়ের নাই। ১২০০ ভোটারকে এক নাগাড়ে কোতল করায় কংগ্রেস মহলের একশ্রেণীতে উল্লাসের সঞ্চার হয়েছে। "ফাষ্ট রাউণ্ডে" কংগ্রেসের জিত হয়েছে বলেই হয়ত এই উল্লাস। কিন্তু শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নির্ব্বাচন কমিশনারকে ব্যাপারটা জানিয়ে তার করেছেন। বিধান সভার বিরোধী নেতা শ্রীজ্যোতি বসু এই ভোটদাতাদের নাম অবিলম্বে তালিকাভুক্ত করার দাবী জানিয়েছেন। বলেছেন, যদি এর জন্য নির্বাচনের তারিখ পিছিরে দিতে হয় তো তা দিতে হবে।

হলদে দুই আনি, এক পাই ও আধ পয়সার প্রচলন আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে বন্ধ হইবে

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে হলদে দুই আনি, এক পাই এবং আধ পয়সার প্রচলন বন্ধ হইবে। এই তারিখ হইতে এগুলি বে-আইনী হইবে। তবে ১৯৫৯ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এই সব মুদ্রা ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সকল অফিস, সরকারী কাজ করিয়া থাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এইরূপ সকল এজেন্সী ব্যাঙ্ক এবং সকল সরকারী ট্রেজারী ও সাবট্রেজারীতে জনসাধারণের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে। অতঃপর পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর, নয়াদিল্লী, বাঙ্গালোর এবং নাগপুরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিলি বিভাগে এই সকল মুদ্রা গৃহীত হইবে। গেজেট অব ইণ্ডিয়ার বিশেষ সংখ্যায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে। সময় যথেষ্ট থাকিলে জনসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন এ বৎসরের মধ্যে যথাশীঘ্র সম্ভব এই সকল মুদ্রা হাতছাড়া করেন। কারণ তাহার পরে উপরে উল্লিখিত কয়েকটি স্থানে এই মুদ্রা বদলাইয়া লইবার সুবিধা পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমানে খুব সামান্য সংখ্যায় পাই এবং আধ পয়সা চালু আছে। এদেশের কোন কোন অংশে হলদে দুই আনি জাল করা হইতেছিল। এগুলি বাজার হইতে তুলিয়া লইলে জনগণের জাল এবং ভালো দুইআনি বাছিয়া লইবার অসুবিধা দূর হইবে। অন্যান্য মুদ্রা যথা সাদা দুই আনি, এক আনা, দুই পয়সা, টাকা, আধুলি, সিকি এবং এক পয়সার ক্ষেত্রে এ অসুবিধা দেখা দেয় নাই।

—প্রেস নোট

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১১ই আগষ্ট ১৯৫৮

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

১৫৭ খাং ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দিং দেং শ্যামাপদ রায় দিং দাবি ১২২২ টাকা ৭৮ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নসীপুর ৬-৬৪ শতকের কাত ১৫।৶১১ আঃ ৮০৲ খং ২৪০; ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৬ ৪২ শতকের কাত ১৯৶৮ পাই আঃ ৬০০৲ খং ২৪১; ৩নং লাট থানা ঐ মৌজে নসীপুর ও কুতুবপুর ২-৪৪ শতকের কাত ৯॥৶২ পাই আঃ ৩০০৲ মৌজে নসীপুর খং ২৪৩ মৌজে কুতুবপুর খং ১৫৪; ৪নং লাট থানা ঐ মৌজে পিয়ারাপুর ২-৩২ শতকের কাত ৪৶৬ পাই আঃ ৪০০৲ খং ২৭০

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

২২৩ খাং ডিঃ বিবি আমাতুস সুফিয়া দিং দেং এসাহাক সেখ দিং দাবি ৪৫ টাকা ৩৩ নঃ পঃ থানা সুতী মৌজে ফতেউল্লাপুর ৭৮ শতকের কাত ২॥২॥০ নিজাংশে ৸১২॥০ আঃ ১০৲ খং ৩৭৮

১৮৪ খাং ডিঃ সহস্রাংশুকান্ত আচার্য্য দিং দেং অজেদ সেখ দিং দাবি ৩০ টাকা ৯৭ নঃ পঃ থানা সুতী মৌজে নারায়ণপুর ২॥০ বিঘা জমির কাত ২৸০ আঃ ১০৲

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৮ই আগষ্ট ১৯৫৮

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

৩৫ স্বত্ব ডিঃ রাধানাথ মণ্ডল দেং রবিরাম মণ্ডল দিং দাবি ৩৬২ টাকা ১০ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে সেনপাড়া ৩-৫৪ শতকের কাত ৭১।৬ আঃ ৫০৲

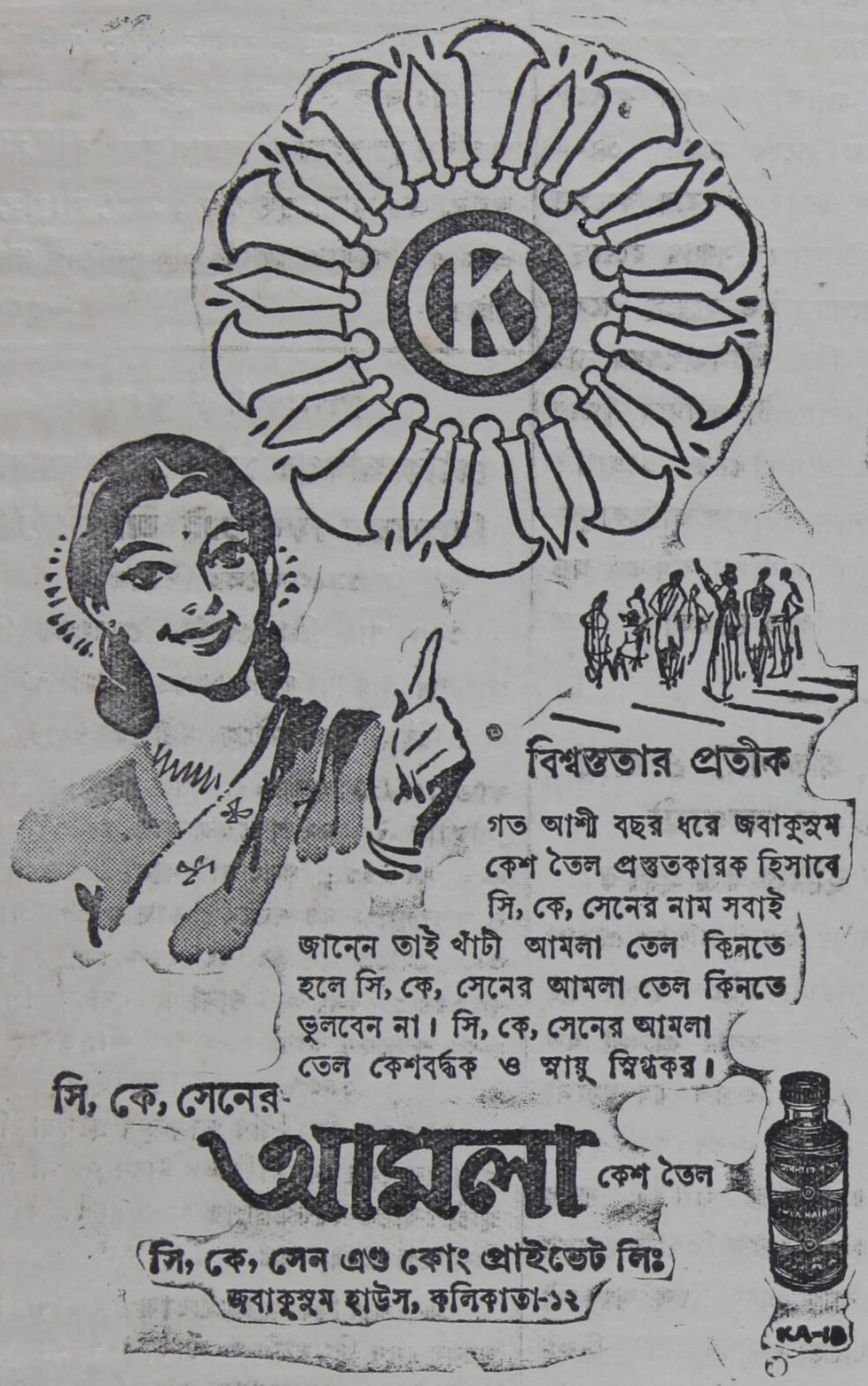

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৭

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ক্রয়াল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৷০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ভি, ভি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।